সুদ হারাম,
কর্জে হাসানা একটি সমাধান

লেখক

মোহাইমিন পাটোয়ারী

মাস্টার্স ইন বিসনেস স্টাডিস, মানহাইম ইউনিভার্সিটি, জার্মানী

মাস্টার্স ইন ফাইনান্সিয়াল ইকোনোমিক্স, নরওয়েজিয়ান স্কুল অব ইকোনোমিক্স, নরওয়ে

চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট উত্তীর্ণ, সিএফএ ইন্সটিটিউট, যুক্তরাষ্ট্র

বিবিএ, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

লেখকের কথা 8

পাঠক সমীপে সম্পাদকের কিছু কথা… 10

সুদ কি? 20
- সরল সুদ 20
- চক্রবৃদ্ধি সুদ 21

বর্তমান ব্যাংকগুলোর ‘সুদ’ কি ইসলামে নিষিদ্ধ রিবার অন্তর্ভুক্ত? 23

‘রিবা’র আদ্যোপান্ত 25
- রিবাল কর্জ 27
  - এক. অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণ দেওয়া। 28
  - দুই. ঋণগ্রহিতা থেকে ঋণের বিনিময়ে কোন উপকার নেয়া। 28
- রিবাদ-দাইন 29
  - ক। পণ্যের বকেয়া মূল্যে অতিরিক্ত নেয়া 29
  - খ। পণ্যের বকেয়া মূল্যে ছাড় দেয়া 30
  - গ। যেকোন আর্থিক দায়ের বিপরীতে মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত গ্রহণ 32
- রিবাল বুয়ু (কেনাবেচা সম্পর্কিত সুদ) 33
- রিবাল ফযল 35
  - রিবাল ফযলের কিছু উদাহরণ 39
    - সমজাতীয় মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে 39
    - ধানের বিনিময়ে ধান 39
    - লাউয়ের বিনিময়ে লাউ 39
    - ধানের সাথে চালের লেনদেন 40
  - টিকা - রিবাল ফযল- ‘সমজাতীয়’ হওয়ার অর্থ 40
  - টিকা - রিবাল ফযল- ‘পরিমেয়’ হওয়ার অর্থ 42
- রিবান নাসা 43
  - রিবান-নাসার কিছু উদাহরণ 44
    - আলু ও পেয়ারার বিনিময় 44
    - চালের বদলে ডাল 44
    - সোনার-রুপার লেনদেন 45

ধানের বদলে ধান 45
সবজিওয়ালা 45
পাশের বাসার লবণ নেয়া 46
আলাউদ্দীনের আলুর ব্যবসা 46
সুদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান 46
আধুনিক ব্যাংকিং ও মুদ্রা ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে? 49
ইতিহাসের পাতায় ব্যাংকিং 49
ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক ব্যাংকিং 53
বাংলাদেশে আধুনিক ব্যাংকিং 54
ব্যাংকের সাথে টাকার সম্পর্ক 55
টাকায় টাকায় টাকাটাকি 56
আধুনিক ব্যাংকের চেরাগ-বাতি 60
প্রাথমিক টাকা বা M0 এর জন্ম 62
আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ 65
কর্জে হাসানা 67
সংজ্ঞা 67
কর্জে হাসানার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ 68
টিকা - কর্জে হাসানা ও সাধারণ ধার (আরিয়াহ) এর মধ্যে পার্থক্য 70
ক। বস্তু ও টাকা 70
খ। মালিকানা 70
গ। হুবুহু ফেরত 70
ঘ। আমানত ও জরিমানা 71
ইসলামের দৃষ্টিতে কর্জে হাসানা 72
অর্থনৈতিক তাৎপর্য 74
টিকা - করোনা মহামারি এবং সুদ মুক্ত সমাজ গঠনে কর্জে হাসানা 76
সামাজিক তাৎপর্য 78
ব্যবসায়িক কাজে কর্জে হাসানার সফলতা 78
সামাজিক কাজে কর্জে হাসানার অবদান 79
কর্জে হাসানায় বিবাহ সাধন 79
কর্জে হাসানায় দেউলিয়া হওয়া থেকে মানুষ বাঁচাই 80
টিকাঃ সাদাকাহ ও কর্জে হাসানার তুলনা 81
টিকাঃ সাদাকাহ উত্তম নাকি কর্জে হাসানা উত্তম? 83
ব্যক্তি পর্যায়ে তাৎপর্য 85

শ্রাবণের দিনকাল 87
কাব্যের বিলেত সফর 88
কসোভোর ডেলিউ আপা 89

প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ বনাম কর্জে হাসানা 90
সুদ বনাম কর্জে হাসানা - কৃষি খাত 91
১ম পয়েন্টঃ সুদের জালটা দেখানো 91
২য় পয়েন্টঃ সম্পদ গেল কোথায়? 93
৩য় পয়েন্টঃ কর্জে হাসানা দিলে কি হত এই সাড়ে ৫ কোটি কৃষককে? 94
টিকা - দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে শুধু কর্জে হাসানা কি যথেষ্ট? 98

কর্জে হাসানাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের প্রয়োজনীয়তা 98
ব্যক্তির বোঝা প্রতিষ্ঠানের লাঠি 98
ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল… 99
গোঁফ দেখে বিড়াল চেনা 100
সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড় 101
কর্জ আদায়ে মুন্সিয়ানা 103
কর্জে হাসানার সৌরভে চারিদিক হোক মাতোয়ারা 104
কর্জে হাসানায় বাড়ি হল দেমির আপার 105

কর্জে হাসানাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চার প্রতিবন্ধকতা 106
অর্থ ও সম্পদের মূল্যমানের ক্ষয় 106
কর্জ দেয়ার চেয়ে কর্জ নেয়ায় দুনিয়াবী লাভ বেশি 106
সুযোগ-সন্ধানী সুদ-প্রেমীদের অপতৎপরতা 107
বেকার কর্জে হাসানা প্রতিষ্ঠান! 107
যাকাত কি অর্থ-সম্পদের ২.৫% নিয়েই গেল? 107
টিকা - যাকাত অর্থ-সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ! 108

কর্জে হাসানাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চার উপায় 109
মূল্যস্ফীতিকে বশে আনার মন্ত্র 110
সোনার মুদ্রায় কর্জে হাসানা 110
টিকাঃ কর্জে হাসানা প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিটের ধরন 112
স্বর্ণ দিয়ে বাই মুআজ্জাল 114
কর্জে হাসানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মডেল 115
১। প্রতিষ্ঠান যখন কর্জ-দাতার প্রতিনিধি 115
২। প্রতিষ্ঠান যখন কর্জ-গ্রহিতার প্রতিনিধি 118

৩। প্রতিষ্ঠান যখন কারো প্রতিনিধি না 119
টিকা - শরঈ লেনদেন নিশ্চিতকরণ 122
লকার সেবা 124
১। লকার সার্ভিস ফি 125
২। মূল্যবান বস্তু বা অলংকারের কর্জে হাসানা হিসেবে ব্যবহার। 125
৩। হুবুহু ডিজাইন নাকি শুধুই সোনার বিস্কিট? 127
৪। ঝামেলা যখন আরো কমল 128
একটা অন্যরকম সতর্কতা 129
ফাটকার বাজারে আটকা 130
ফসল যখন মুদ্রা 133
কর্জে হাসানা হাট 135
কর্জে হাসানা চালের আড়ত 137
সাহারা মরুভুমিতে পানির কর্জে হাসানা 140
চালের আড়ত + ... 143
ডাল, গম, দানাদার ফসল কিংবা আরো কিছু 143
দ্রুত ও স্বল্পমেয়াদী আর্থিক কর্জে হাসানা 143
দোকান চুক্তি 145
কিস্তিতে পণ্য ফেরত 146
দোকান চুক্তির সীমাবদ্ধতা 146
বড় সঞ্চয় করে স্বর্ণ বা রুপায় বিনিয়োগ 147
বৃহৎ ঋণ বা কর্জে হাসানা সমবায় সমিতি 148
প্রতিষ্ঠানের ব্যয় 149
প্রতিষ্ঠা ব্যয় 149
পরিচালনা ব্যয় 150
ঋণ খেলাপি 150
যাকাত 152
প্রতিষ্ঠানের আয় 153
পণ্যের বিনিময়ে পণ্য, দিনশেষে হতে পারেন ধন্য 153
ব্যাংকের চেয়ে লাভ যখন বেশী 153
পণ্য থেকে টাকায় ঝাঁপ দেয়া 154
যখন টাকাই যথেষ্ট 154
খরচ বহন 155

কর্জে হাসানা ক্লাব 155
স্বেচ্ছাসেবা 155
ব্যবসা ও অনুদান 156
ফর্ম বিক্রি 156
AAOIFI-র শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড 156
কর্জে হাসানা প্রতিষ্ঠানের খরচ বহনের সফল প্রয়োগ 157

পরিচালকের গাইড লাইন 158
আমানতদারীতা 158
জামানত ও জামিনদার 158
দাতব্য প্রতিষ্ঠান 159

আইন-কানুন 160
গাইড লাইন 160

মুল্যবোধ 163
স্বজনপ্রিয়তা 163
বৈষম্য 163
বস্তুনিষ্ঠতা 164
বঞ্চনা 164
বিশেষ প্রতিষ্ঠান 164
ব্যবসা প্রকৃতি 164
অনুদান 165
স্বাধীনতা 166
অপব্যবহার 166
উপহার 166
মৃত ব্যক্তির কর্জ 167

শরীয়া আইন 167
কর্জ আদায় করা 169
কর্জ থেকে দূরে থাকা 172
কর্জ থেকে বাঁচার জন্য করণীয় 173
কর্জ পরিশোধ করতে দেরি হওয়া 174

দেশীয় আইন 175
বাংলাদেশের কিছু কর্জে হাসানার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ 176
ফরম 176

কর্জে হাসানার একটি সফল উদ্যোগ - আখুওয়াত 177
ঐতিহাসিক পটভূমি 177
তহবিলের উৎস 178
সাংগঠনিক কাঠামো 178
কর্জ প্রদান 179
প্রতিষ্ঠানের খরচ 180
সমাজ সেবা 180
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 181
শেষ কথা 182
লেখক পরিচিতি 183
পরিশিষ্ট 184

ভূমিকা

বর্তমান সময়ের বিশ্বজুড়ে অন্যতম প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা হল অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই বৈশ্বিক সমস্যাটির পেছনে প্রত্যক্ষ ভাবে যে সুদ সম্পৃক্ত তা হয়তো অনেকেরই জানা কিন্তু ভবিষ্যৎ বিশ্ব কিভাবে সুদের প্রভাব থেকে বের হয়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালাতে পারবে তা আমাদের জানা নেই বললেই চলে। সত্যি বলতে এই আলোচনা আমাদের সমাজে একেবারেই অপ্রতুল। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ। কারণ এই বইটিতে একই সাথে সমস্যা পেশ এবং সমাধান প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাস্তবতার নিরিখে একমাত্র কর্জে হাসানা সুদমুক্ত সমাজ গড়ার নিয়ামক হতে পারে না। কর্জে হাসানার পাশাপাশি ব্যবসা বিনিয়োগ, যাকাত, সাদাকা একসাথে কাজ করলে এবং প্রচলিত অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে সুদকে শেকড় সহ উপড়ে ফেলা সম্ভব। তবে এই যাত্রায় কর্জে হাসানা কত গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম এই বই তা চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করে দেখিয়েছি। বর্তমান অর্থ ও মুদ্রা কাঠামোতেও যদি আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে এবং প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কর্জে হাসানার ব্যাপক চর্চা করতে পারি, সুদের উপর মুসলিম সমাজের নির্ভরশীলতা কিছুটা হলেও কমে যাবে। এই অর্জন কে কিছুতেই ছোট করে দেখার কারণ নেই। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে পৃথিবীর কোন কিছুই একদিনে গড়ে উঠেনি। প্রতিটি বড় পরিবর্তন খুব ক্ষুদ্র পর্যায় থেকে শুরু হয়েছে। তাই আজকে আমদের দেশের যুবকরা সুদমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্নে কর্জে হাসানা নিয়ে যেই যাত্রা শুরু করেছে তা হয়তো একদিন অনেক পথ পাড়ি দিবে এবং অন্যান্য সংগঠনকেও উৎসাহিত করবে। আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য শুভকামনা ও দোয়া রইল।

সবশেষে বলতে চাই সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্যও এই বইটি পড়া উচিত। অনেক উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা এবং সংসদ সদস্য ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করেন এবং ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে

জানার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। অনেকে মন্তব্যও করেন যে এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন বই তারা খুঁজে পাচ্ছেন না যা সহজ সরল ভাষায় বিষয় গুলো ব্যখ্যা করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বইটি এমন শূণ্যতা পূরণে ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী। আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্ম এমন কাজে আরো বেশি বেশি অংশগ্রহণ করুক, সুদের গ্রাস থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাক এই আশা ও দোয়া রইল।

ড. মুহাম্মাদ কবির হাসান
অধ্যাপক, ফাইন্যান্স, নিউ অরলিন্স ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র
ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সে ২০১৬ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IsDB) পুরষ্কার বিজয়ী

লেখকের কথা

সুদ কি তা বোঝার আগেই আমরা সুদ কষার অংক করি এবং পাঠ্যপুস্তকে গল্প পড়ি কিভাবে একজন ব্যক্তি ঋণ নিয়ে সফল উদ্যোক্তা হতে পারবেন। কিন্তু সুদের কুফল কি? বৈষম্যের সাথে সুদের যোগসূত্র কি এবং অর্থায়নের বিকল্প মাধ্যমগুলো কী কী সে সম্পর্কে আমরা কোন ধারণা পাই না।

স্কুল কলেজ অতিক্রম করার পরে যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠি, তখনও সুদের ব্যাপারে সমালোচনামূলক বা বিশ্লেষণধর্মী কোন আলোচনা পড়া হয় না। এমনকি অর্থনীতির ছাত্র হয়েও যখন সুদের ক্ষতিকর প্রভাব এবং সুদমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ার ব্যাপারে কোন পুস্তক নজরে আসে না, তখন ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যেই প্রশ্নটি ঘুরপাক খেতে থাকে তা হচ্ছে, "সুদ কি আসলেই খুব খারাপ?" "ব্যাংক ছাড়া কি বাঁচা সম্ভব?", "বর্তমান বিশ্বে সুদ হারাম হবার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?" আবার অনেকে মনে করেন, কুরআনে বর্ণিত সুদ এবং বর্তমান যুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পৃথক দুইটি সত্তা। তাই আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা হারাম

নয়।

সত্যি বলতে, আমি নিজেও একসময় বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দে ভুগতাম। তবে, মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ভালোভাবে চেষ্টা করলে সদুত্তর মিলবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পরেও প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার দৃঢ় চেষ্টা করলাম না। কেবল বিশ্বাসের জায়গা থেকে সুদকে এড়িয়ে চলতে থাকলাম। এভাবেই যেতে যেতে একদিন কিছু গবেষণাধর্মী প্রামাণ্যচিত্র আমার নজর কেড়ে নেয়। শুনলে হয়তো অবাক হবেন, যাদের প্রামাণ্যচিত্র আমার নজর কেড়েছিল তারা কোন মুসলিম ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তারা ছিলেন আমেরিকা এবং কানাডায় জন্মানো অমুসলিম গবেষক ও পন্ডিত, যেমনঃ Paul Grignon. তারা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন বর্তমান অর্থ ও মুদ্রাব্যবস্থার শুভঙ্করের ফাঁকিগুলো কি কি, আমাদের অর্থনীতিতে সুদের ফলে কি কি সমস্যা হচ্ছে ইত্যাদি।

তাদের প্রচেষ্টা আমার অন্তরে দাগ কেটে দেয়। চিন্তা করে দেখলাম, উত্তর আমেরিকাতে জন্মে অমুসলিম ব্যক্তি হয়েও যদি তারা সুদের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে পারেন, মুসলিম হয়েও আমি কেন কিছুই করছি না। তারপর ধীরে ধীরে সুদ, ব্যাংকিং এবং আধুনিক অর্থব্যবস্থা নিয়ে আরও অধ্যয়ন এবং চিন্তাভাবনা করা শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ আমার জন্য জানার রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। প্রচলিত সুদ ছাড়াও আরো কত ভাবে যে আমাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রিবা ছড়িয়ে আছে তা জেনে আমি একসময় অবাক হয়ে যাই।

এখন আমি উপলব্ধি করি যে, আমাদের জ্ঞানের অভাবেই আমরা এমন নাজুক পরিস্থিতির শিকার। ইসলাম যে আধুনিক অর্থনীতিকে অস্বীকার করে ব্যাপারটি এমন নয়। সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন না থেকে তাই ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যেই কাজ চালাতে হবে। বর্তমানে যারা এই কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রচেষ্টাকে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই - যুদ্ধের ময়দানে একজন সৈনিককে সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য যেমন পূর্ব প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ নিতে হয়, ঠিক তেমনি সুদমুক্ত সমাজ

গড়ার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই বইটি রচনা করা হয়েছে। তার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক ইসলামী আলোচনা, আইন-কানুন, সংকট এবং তা মোকাবেলার কৌশলও আলোচনা করা হয়েছে। এক কথায় কর্জে হাসানাকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিতে চাওয়া একজন ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল রসদ সংক্ষেপে সাবলীল ভাষায় একত্র করার অক্লান্ত প্রয়াস এই বইটি। আমি মনে প্রাণে আশা রাখি, বইটি আপনাদের জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

মোহাইমিন পাটোয়ারী

মাস্টার্স ইন বিসনেস স্টাডিস, মানহাইম ইউনিভার্সিটি, জার্মানী
মাস্টার্স ইন ফাইনান্সিয়াল ইকোনোমিক্স, নরওয়েজিয়ান স্কুল অব ইকোনোমিক্স, নরওয়ে
চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট উত্তীর্ণ, সিএফএ ইন্সটিটিউট, যুক্তরাষ্ট্র
বিবিএ, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

পাঠক সমীপে সম্পাদকের কিছু কথা...

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের। আমরা তাঁর সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের প্রবৃত্তির মন্দ কাজগুলো হতে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথহারা করতে পারে না এবং আল্লাহ যাকে পথহারা করেন তাকে কেউ পথের দিশা দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। দুরুদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রতি। তিনি শেষ নবী, যার উপর পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তিনি আমাদেরকে দ্বীনের যেসব তথ্য, হুকুম ও আহকাম জানিয়েছেন, আমরা সেটা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।

ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবনবিধান, তাই আমাদের জীবনের প্রতি পরতের মতই আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে সকল নির্দেশনা দ্বীনের ভিতর পাওয়া যাবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্জ-বিষয়ক নির্দেশনা ও নীতিমালা দিয়েছেন এবং কঠোরভাবে সুদ বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

"যারা সুদ খায়, তারা সেই লোকের মতো দাঁড়াবে (কিয়ামতের দিন) যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা বেহুঁশ করে দেয়, এ শাস্তি এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় সুদের মতোই', অথচ ব্যবসাকে মহান আল্লাহ্ হালাল করেছেন এবং তিনি সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী পৌঁছলো এবং সে বিরত হলো, পূর্বে যা সুদের আদান-প্রদান হয়ে গেছে, তা তারই, তার মীমাংসা মহান আল্লাহ্র জিম্মায় এবং যারা আবার আরম্ভ করবে তারাই আগুণের বাসিন্দা, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। মহান আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং দান-খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন, মহান আল্লাহ্ অকৃতজ্ঞ পাপীদের ভালোবাসেন না। যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সাওয়াব নির্ধারিত আছে। তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও না। হে মু'মিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহ্কে ভয় করো এবং বাকী সুদ ছেড়ে দাও। যদি তোমরা ঈমানদার হও। তারপর যদি না ছাড় তবে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবাহ করো, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন পাবে, এতে তোমাদের দ্বারা অত্যাচার হবে না। আর তোমরাও অত্যাচারিত হবে না। যদি সে কর্জ-গ্রহণকারী দরিদ্র হয়, তবে স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে আর মাফ করে দেয়া তোমাদের পক্ষে অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে!"

- সুরা বাকারা, আয়াত ২৭৫ - ২৭৯

সহীহ হাদীস-সমূহেও সুদের ব্যাপারে এই প্রচন্ড কঠোর বার্তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত,

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাব রক্ষক, সুদের সাক্ষীদ্বয়কে লা'নত করেছেন। এবং তিনি বলেছেন, এখানে সবাই সমান গুনাহের অংশীদার।"

- সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বুয়ু', বাবুর রিবা,
মাকতাবাতুল ফাতাহ, হাদীস নং-১৫৯৮, খ.২ পৃ. ২৭

অর্থাৎ, বার্তা সুস্পষ্ট, সুদ-এর সাথে কোনভাবেই জড়িত থাকা যাবে না। আল্লাহর আদেশ মানা আমাদের জন্য শিরোধার্য। সুদ-ভিত্তিক লেনদেন আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, সেটিই আমাদের সুদ বর্জনের জন্য যথেষ্ট।

রিবার শয়তানি চক্র বিশ্বে বাঁচিয়ে রাখতে ও উত্তরোত্তর বড় করতে ৩টি ব্যাপার নিশ্চিত করা হয়েছেঃ

১। এমনভাবে মুদ্রাব্যবস্থা সাজানো হয়েছে যাতে সব দেশের সব মুদ্রা জন্ম থেকেই সুদের উপর থাকে।

২। সুদ-ভিত্তিক ব্যাংকিং ও অর্থায়ন ছাড়া কোন অর্থনীতিই যেন চলতে না পারে।

৩। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ও নিয়মকানুন সাধারণ মানুষ যেন জানতে না পারে এবং সেগুলো যেন ব্যবহার বা প্রচলনের বাইরে থাকে।

এই চক্র থেকে বের হতে যেসব পদক্ষেপ দরকার, সেটারই প্রতিফলন পাওয়া যাবে বইয়ের কাঠামোতে। এজন্য বইয়ের শুরুতেই আমরা জানব রিবা সম্পর্কে। রিবা কি, রিবার প্রকারভেদ, রিবার কিছু ফিকহি দিক এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন লেনদেনে রিবার উদাহরণ।

এরপর আমরা সংক্ষেপে ও সহজে জানব ব্যাংকিং, মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে। এদের ইতিহাস, এরা কিভাবে কাজ করে এবং বর্তমানে কিভাবে আমাদের অর্থ-সম্পদের উপর তারা চেপে বসেছে সে সম্পর্কে।

এর পরের অংশেই আমরা চলে যাব কর্জে হাসানা নিয়ে বিস্তারিত জানতে। কর্জে হাসানা কি, কর্জে হাসানার বৈশিষ্ট্য এবং সবচেয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে কিভাবে ও কি কি উপায়ে কর্জে হাসানা ব্যক্তিগতভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চা করা যেতে পারে। এই কাজটি সম্পাদন করতে গিয়ে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে কর্জে হাসানার প্রচলনের অভাবে আমাদের সমাজে সুদের ক্ষতির যে ব্যাপ্তি, সেটাও উঠে এসেছে। এছাড়াও যারা পৃথিবী ও দেশের আনাচে-কানাচে কর্জে হাসানার অনুশীলন করে উপকৃত হয়েছেন ও উদাহরণ হওয়ার মত প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে সেই গল্পগুলো আনা হয়েছে। পুরো বইটা এমনভাবে সাজানো যাতে আমরা সমাজে কর্জে হাসানার সুযোগ ও উদ্যোগ সচেতনভাবে চিনতে পারি, কর্জে হাসানার সাথে জড়িত থাকতে পারি ও সুদ থেকে দূরে থাকতে পারি।

সম্পাদক হিসেবে আমার ভূমিকা ছিল মূলত একজন গুণমুগ্ধ পাঠকের। অর্থনীতির খটমটে পরিভাষা ও ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক প্রয়োগের সম্মিলনে এই রচনাটা যাতে সুখপাঠ্য হয় সেটা নিয়ে কাজ করতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ, আলহামদুলিল্লাহ। বলা যায়, এই বইটার প্রথম উপকারভোগী আমি নিজে। প্রচুর শিখেছি ও আনন্দ নিয়ে কাজ করেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বইটা কর্জে হাসানার অকল্পনীয় গভীর ও সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক উপকারের দিক পাঠককে বুঝাতে সমর্থ হবে এবং এর ব্যাপক প্রয়োগে সবাইকে এগিয়ে আনবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আবদুল মুহাইমিন পাটোয়ারী ভাইয়ের এই বইটা কবুল করে নিন, সংশ্লিষ্ট সবার খেদমতকে কবুল করে নিন এবং কর্জে হাসানার সাথে জড়িত সবাইকে অতি উত্তম প্রতিদান দিন।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মিনহাজ রেজা
সম্পাদক
অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
হাফেজ, বিমানবাহিনী মাদ্রাসা, বালুঘাট, ঢাকা

“হে মানব জাতি! ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো থেকে হালাল উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। বস্তুত সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”

- সুরা বাক্বারা, আয়াত ১৬৮

সুদ কি?

অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সুদকে দেখা হয় দেরিতে টাকা পাওয়ার বিনিময় মূল্য হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আজকে একটি সুস্বাদু মিষ্টি পেলে বেশি খুশি হবেন নাকি এক বছর পরে? এর উত্তরে স্বভাবতই আপনি বলবেন আজকে। কিন্তু আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আজকে একটি সুস্বাদু মিষ্টি পেলে বেশি খুশি হবেন নাকি এক বছর পরে দুইটি মিষ্টি পেলে? তখন আপনি কি জবাব দিবেন?

এবার এই প্রশ্নটিই আরেকভাবে করি। আজকে আপনাকে ১০০ টাকা দিলে বেশি খুশি হবেন নাকি এক বছর পরে? শুধু আপনি না, তাবৎ মানবজাতির বেশিরভাগ মানুষই বলে বসবে, ভাই যা দেয়ার আজকেই দিন। কবির ভাষায়, "...বাকির খাতায় শূণ্য থাকুক।"

এবার, আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় বর্তমানে ১০০ টাকা অথবা এক বছর পরে ১২০ টাকা কোনটা পেলে বেশি খুশি হবেন? তার উত্তর কি দিবেন? উত্তর যদি হয় সমান খুশি হব, তাহলে আপনার সুদের হার ২০% কারণ এই এক বছর অপেক্ষা করাতে আপনি যেই বাড়তি টাকা ফেরত চাইলেন তাই হচ্ছে 'সুদ'।

অধ্যাপক সিনিয়র (Senior) এর মতে, "Interest is abstinence from present consumption" অর্থাৎ, "'সুদ হচ্ছে বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থাকার পুরষ্কার।"

অধ্যাপক মার্শাল (Marshall) বলেন, 'সুদ হচ্ছে ভবিষ্যত ভোগের জন্য প্রতীক্ষার (Waiting) পুরষ্কার।'

অর্থনীতির দৃষ্টিতে সুদ মূলত দুই প্রকারঃ সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ

সরল সুদ

কোন ঋণের বিপরীতে প্রতি বছর কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে হয়, তাকে বলে সরল সুদ। সরল সুদে কিস্তি যত বার বাদ পড়ুক না কেন, সুদের পরিমাণে কোন পরিবর্তন হয় না, নির্দিষ্ট থাকে। কারণ, এক্ষেত্রে কেবল মূল ঋণ বা আসলের উপর সুদ গণনা করা হয়। কিস্তি না দেয়ার ফলে জমে যাওয়া সুদগুলো মূল ঋণ বা আসলের সাথে যুক্ত করে সুদের পরিমাণ বাড়ানো হয় না। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক।

ধরি, জরিনা ১০% সরল সুদে ১০ বছরের জন্য ১ হাজার টাকা ঋণ নিল। প্রতি বছর জরিনার মোট সুদ আসবে ১০০ টাকা। এখন, জরিনা ২ টা উপায়ের যেকোনটা করতে পারেঃ

ক। প্রতি বছর সুদের ১০০ টাকা করে জমা দিয়ে দিতে পারে এবং মেয়াদ শেষে আসল বা মূল ঋণ ১ হাজার টাকা ফেরত দিবে।

খ। ১০ বছর পরে একবারে সুদ-আসলের মোট ২০০০ টাকা একসাথে পরিশোধ করে দিতে পারে।

সরল সুদের ক্ষেত্রে জরিনা যদি ঠিক মতো সুদ না দেয় বা কোন কিস্তি জমা না দেয়, তাতেও সুদের পরিমাণে কোন পরিবর্তন আসবে না।

চক্রবৃদ্ধি সুদ

চক্রবৃদ্ধি ব্যবস্থায় সময়মত জমা না দেয়া সুদের পরিমাণ মূল ঋণ বা আসলের সাথে যুক্ত হয়। এরপর নতুন সেই মোট পরিমাণের উপর বর্ধিত সুদ আসে। তাই কিস্তি বিফলে গেলেই সুদের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ধরি, জরিনা এবার ১০ বছর মেয়াদে ১ হাজার টাকা ১০% হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ নিল। এই অবস্থায়, প্রথম বছরে জরিনার সুদ আসবে ১০০ টাকা। প্রথম বছরের সুদ সময়মত জমা দিলে, দ্বিতীয় বছর সুদ আসবে ১০০ টাকা। এভাবে প্রতি বছরের পাওনা সুদ জমা দিতে থাকলে জরিনার সুদের পরিমাণ বাড়বে না এবং আসল বা মূল ঋণ হিসেবে ১ হাজার টাকাই থাকবে।

কিন্তু প্রথম বছর সুদ সময়মত পরিশোধ না করলে দ্বিতীয় বছর শেষে সুদ আসবেঃ
১০০০ টাকার উপর ১ম বছরের সুদ ১০০ টাকা + সময়মত কিস্তি না দেয়ায় পাওনা ১০০ টাকা সুদের উপর ১০ টাকা উপরি-সুদ = ১১০ টাকা সুদ

অর্থাৎ ১ম বছর কিস্তি না দেয়ায়, ২য় বছরে গিয়ে মূল ঋণ হয়ে গিয়েছে ১০০০ + ১০০ = ১১০০ টাকা এবং ২য় বছর শেষে এই ১১০০ টাকার উপর ১০% হিসেবে ১১০ টাকা সুদ এসেছে।

এবার, ২য় বছর শেষে কোন কিস্তি পরিশোধ না করলে ৩য় বছর শেষে সুদ আসবেঃ
১১০০ টাকার উপর সুদ ১১০ টাকা + ১১০ টাকা সুদের উপর ১১ টাকা উপরি-সুদ = ১২১ টাকা

অর্থাৎ ২য় বছরেরও কিস্তি না দেয়ায়, ৩য় বছরে গিয়ে মূল ঋণ হয়ে গিয়েছে ১১০০ + ১১০ = ১২১০ টাকা এবং ৩য় বছর শেষে এই ১২১০ টাকার উপর ১০% হিসেবে ১২১ টাকা সুদ এসেছে।

এভাবে, কিস্তি শোধ না করলে প্রতি বছর মোট সুদের পরিমাণ কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কারণ, দেনার সুদ তাঁর মূল ঋণ বা আসলের সাথে যুক্ত হতে থাকবে। এভাবে ১০ বছর পরে একবারে সব ঋণ পরিশোধ করতে চাইলে জরিনাকে ১ম বছরে নেয়া ১০০০ টাকার বিপরীতে মোট ২,৫৯৩ টাকা পরিশোধ করতে হবে। নিচের ছকটিতে চক্রবৃদ্ধি সুদের পুরো ১০ বছরের হিসেবটা দেখানো হয়েছে।

বছর	ঋণ	সুদ	সুদ + আসল
১	১০০০	১০০	১১০০

২	১১০০	১১০	১২১০
৩	১২১০	১২১	১৩৩১
৪	১৩৩১	১৩৩.১	১৪৬৪.১
৫	১৪৬৪.১	১৪৬.৪	১৬১০.৫
৬	১৬১০.৫	১৬১	১৭৭১.৫
৭	১৭৭১.৫	১৭৭.১	১৯৪৮.৬
৮	১৯৪৮.৬	১৯৪.৮	২১৪৩.৪
৯	২১৪৩.৪	২১৪.৩	২৩৫৭.৭
১০	২৩৫৭.৭	২৩৫.৭	২৫৯৩

ছকঃ জরিনার চক্রবৃদ্ধি সুদে নেয়া ঋণের পুরো মেয়াদের হিসাব

চক্রবৃদ্ধি সুদ খুব দ্রুত বেড়ে পেয়ে যায়। জরিনা যদি ৩০ বছর পরে একত্রে সব দেনা পরিশোধ করতো তাহলে তাকে মোট ১৭,৫০০ টাকা দিতে হতো (অথচ সরল সুদে তা ছিল ৪০০০ টাকা মাত্র)। এবারে কাগজে কলমে একটু হিসেব করে দেখুন ৬০ বছর পরে কি ফলাফল হতো? উত্তরটা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

উপরের উদাহরণের মত চক্রবৃদ্ধি সুদের চাপে অনেক ঋণ-গ্রহিতাকেই দেউলিয়া হয়ে সব হারাতে হয়। আমাদের সমাজে বা ইতিহাসে এমন দেউলিয়া মানুষের সংখ্যার কোন কমতি নেই। তবে এমন ভয়াবহ দিক বিদ্যমান থাকার পরেও সুদকে খুব প্রাকৃতিক এবং গ্রহণযোগ্য বলে ব্যাখ্যা করতে আধুনিক অর্থনীতিবীদদের বিভিন্ন রকম তত্ব ও দর্শন আছে। এমনই একটি হচ্ছে অস্ট্রিয়ান ধারার "সময়ের চাহিদা" তত্ব। এই তত্ব মোতাবেক সুদ হচ্ছে ধৈর্য্য ধরার এবং টাকার উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার ফল। টাকা অলস থাকার চেয়ে যেহেতু ব্যবহৃত হওয়া উত্তম, সেহেতু ঋণ প্রদানের ফলে সম্পদের উত্তম ব্যবহার হয়।

আর এই উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে দাতাকে ধৈর্য্য ধরতে হয়। এই ধৈর্য্যের প্রতিদানই হল সুদ।

অধ্যাপক কেইনস্ (John Maynard Keynes) বলেন, “Interest is the reward for parting with liquidity for a specified period of time.”

“কোন নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য নগদ অর্থ হাতছাড়া করার জন্য যে পুরস্কার প্রদান করা হয়, তাই হচ্ছে সুদ।”

মূলধন ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতা মূলধনের মালিককে যে অতিরিক্ত অর্থ বা দাম প্রদান করে সেটাই ‘সুদ’। একে তারা ‘প্রতীক্ষার পুরস্কার’ (Gift for waiting), ‘হাতছাড়ার পুরস্কার’ (Reward for parting) ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। তাদের সাথে একমত হয়ে মুসলিম বিশ্বের অনেকেও মনে করেন, প্রাক ইসলামী যুগের মহাজনী সুদ এবং আধুনিক ব্যাংকিং এক না।

এমনকি এই ব্যাপারে বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, “কোরআনের রিবা ও বর্তমান যুগের সুদ এক নয়। রিবা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। এখানে কোনো মানবিকতা নেই। সুদ হচ্ছে কস্ট অব ফান্ড (তহবিলের ব্যয়) বা কস্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (প্রশাসনিক খরচ)। ধর্ম নিয়ে যাঁরা বেশি কথা বলেন, তাঁরা সুদ আর রিবাকে এক করে ফেলেন।" [1]

অর্থমন্ত্রী খুবই দায়িত্বপূর্ণ পদ, তাই এই পদে থাকা একজন ব্যক্তির যেকোন কথা সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ বার্তা হিসেবে চলে যায়। তাই, আমরা এবার একটু দেখবে, সাবেক অর্থমন্ত্রীর এই কথাগুলো কতটা যৌক্তিক?

[1] Prothom Alo News Link - t.ly/l5tm